(৯) উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী।
"নমঃস্বস্তিস্বাহাস্বধালংবষড়্যোগাচ্চ" সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টোজি দীক্ষিত এই কথা বলেছেন।

সূত্রটির অর্থ—নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলম্ ও বষট্-পদের যোগে শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। এরূপ সমীপস্থ পদের যোগে বিভক্তিকে উপপদ বিভক্তি বলে। যেমন—'নমঃ শিবায়' বাক্যে 'শিব' শব্দের চতুর্থী। আর অপাদানাদি কারকের বাচক শব্দে বিহিত পঞ্চমী প্রভৃতি বিভক্তিকে কারক বিভক্তি বলে। যেমন—'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি' বাক্যে অপাদান কারক বৃক্ষের বাচক 'বৃক্ষ'-শব্দের পঞ্চমী।

আলোচ্য বাক্যে আচার্য দীক্ষিত বলেছেন যে, উপপদ-বিভক্তির চেয়ে কারকবিভক্তি বেশী বলবতী। অর্থাৎ একটি শব্দে কোন উপপদের যোগে কোন নির্দিষ্ট বিভক্তির বিধান থাকলেও শব্দটি যদি কোন (ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কের ফলে) কারকের বাচক হয় এবং সেই কারকে যদি অন্য কোন কারকবিভক্তির বিধান থাকে, তবে কারকবিভক্তিটিই প্রযোজ্য হবে, উপপদবিভক্তিটি প্রযোজ্য হবে না। যেমন—নমস্করোতি দেবান্ ভক্তঃ। এখানে 'নমস্' পদের যোগে 'দেব' শব্দে বিহিত চতুর্থী হল উপপদ বিভক্তি। আবার দেবগণ কৃ-ধাতু গঠিত 'করোতি' ক্রিয়াপদের কর্ম বলে তার বাচক 'দেব' শব্দে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে বিহিত দ্বিতীয়া হল কারকবিভক্তি।

কারকবিভক্তি বেশী বলবতী বলে এখানে 'দেব' শব্দে দ্বিতীয়াই হয়েছে, চতুর্থী হয়নি।

(১০) "তমব্গ্রহণং কিম্ গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—সূত্র (৫৬০)-এর আলোচনা দেখ।

(১১) "বিনাপি তদ্যোগং তৃতীয়া, "বৃদ্ধো যূনা....." ইত্যাদি নির্দেশাৎ" —সূত্র (৫৬৪) দেখ।

(১২) "ঈপ্সিতমাত্রে ইয়ং সংজ্ঞা, প্রকর্ষবিবক্ষায়াং তু পরত্বাৎ কর্মসংজ্ঞা"—সূত্র (৫৭৫) দেখ।

(১৩) "উপযোগে কিম্ ; নটস্য গাথাং শৃণোতি"—সূত্র (৫৯২) দেখ।

(১৪) "গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তিনাং নিমিত্তম্"—সূত্র (৫৯৪) এর পরবর্তী বার্তিক দেখ।

(১৫) "বিভাষা ইতি যোগবিভাগাদণ্ডণে স্ত্রিয়াঞ্চ ক্বচিৎ"—সূত্র (৬০২) দেখ।

(১৬) "কৃতি কিম্, তদ্ধিতে মা ভূৎ। কৃতপূর্বী কন্টম্"—সূত্র (৬২৩) দেখ।

সকারণ বিভক্তি নির্ণয় কর

[বি. দ্র.— সূত্রব্যাখ্যার অথবা হিসেবে ২নং এর ৩টি প্রশ্নোত্তর লিখতে হয়।]

(১) ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ— এখানে 'ইতি' এই নিপাতের দ্বারা কর্ম নারদ অভিহিত হওয়ায় তার বাচক 'নারদ' শব্দে "প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা" সূত্রানুসারে প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা হয়েছে। অভিধান সম্পর্কে "অভিধানঞ্চ প্রায়েণ তিঙ্কৃত্তদ্ধিতসমাসৈঃ" বার্তিকে 'প্রায়েণ' পদটি থাকায় আচার্য ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন—"ক্বচিন্নিপাতেনাভিধানম্"। কারকবিভক্তিগুলি "অনভিহিতে" এই অধিকারসূত্রের অধিকারভুক্ত বলে কারকগুলি অনভিহিত হলে তবেই বিহিত বিভক্তি হয়।

(২) হরিঃ সেব্যতে—"অভিধানঞ্চ প্রায়েণ তিঙ্কৃত্তদ্ধিতসমাসৈঃ" বার্তিক অনুসারে 'সেব্যতে' পদের তিঙের (কর্মবাচ্যে লট্ তে-এর) দ্বারা কর্ম 'হরি' অভিহিত হওয়ায় "প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গ পরিমাণ বচনমাত্রে প্রথমা" সূত্রানুসারে 'হরি'-শব্দের উত্তর প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা হয়েছে। কারকবিভক্তিগুলি "অনভিহিতে" অধিকারসূত্রের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলে কারকগুলি অনুক্ত হলে তবেই তাদের বাচক শব্দে বিহিত কারক-বিভক্তিগুলি হয়।

(৩) স্থালী পচতি—এখানে ঔপশ্লেষিক আধার 'স্থালী' অধিকরণকারকরূপে বিবক্ষিত না হয়ে পাকক্রিয়ার বিষয়ে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন তথা ("স্বতন্ত্রঃ কর্তা" সূত্রানুসারে) কর্তৃকারকরূপে বিবক্ষিত হয়েছে। তারপর "অভিধানঞ্চ প্রায়েণ তিঙ্কৃত্তদ্ধিতসমাসৈঃ" বার্তিকানুসারে 'পচতি' পদের তিঙের (কর্তৃবাচ্যে লট্ 'তি'-এর) দ্বারা অভিহিত হওয়ায় "প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গ-পরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা" সূত্রানুসারে 'স্থালী'-শব্দে প্রথমা হয়েছে, কর্তায় তৃতীয়া হয়নি। কারণ, কারকবিভক্তিগুলি "অনভিহিতে" অধিকারসূত্রের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলে কারকগুলি অনভিহিত (অনুক্ত) হলে তবেই বিহিত কারকবিভক্তিগুলি প্রযোজ্য।

(৪) অভিনিবিশতে সন্মার্গম্—এখানে "অভিনিবিশশ্চ" সূত্রানুসারে অভি + নি-পূর্বক বিশ্ ধাতুর আধার "সন্মার্গ" কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্র অনুসারে 'সন্মার্গ' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(৫) কুরূন্ স্বপিতি—"অকর্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা চ কর্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্" বার্তিকানুসারে এখানে অকর্মক 'স্বপ্'-ধাতুর যোগে দেশবাচক 'কুরু' কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে "কুরু"-শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া সূত্রানুসারে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(৬) অনু হরিং সুরাঃ—এখানে হীনত্বদ্যোতক "অনু"—এই অব্যয়টি "হীনে" সূত্রানুসারে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে তার যোগে 'হরি'- শব্দের উত্তর "কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(৭) ভক্ষয়তি বলীবর্দান্ সস্যম্—এখানে প্রত্যবসানার্থক (ভোজনার্থক) 'ভক্ষ্'—ধাতুর

Scanned by CamScanner

অণিজন্ত অবস্থার কর্তা বলীবর্দ নিজন্ত অবস্থায় "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ—শব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ" সূত্রানুসারে কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে 'কর্মণি দ্বিতীয়া' সূত্রানুসারে 'বলীবর্দ' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

"ভক্ষেরহিংসার্থস্য ন" বার্তিকে 'অহিংসার্থস্য' পদটি থাকায় এবং এখানে হিংসা বোঝা যায় বলে বলীবর্দের কর্মত্ব নিষিদ্ধ হয়নি।

(৮) বনম্ উপবসতি—এখানে 'উপ'-পূর্বক 'বস্'-ধাতুর আধার 'বন' "উপাস্বধ্যাঙ্ বসঃ" সূত্রানুসারে কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে 'বন'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

(৯) নমস্করোতি দেবান্—এখানে কর্তার নমস্কার ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিততম দেবগণ "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" সূত্রানুসারে কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে কর্মের বাচক 'দেব'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে। এখানে 'নমস্'-পদের যোগে 'দেব'-শব্দে "নমঃস্বস্তিস্বহাস্বধালংবষড়্যোগাচ্চ" সূত্রানুসারে উপপদবিভক্তি চতুর্থীর বিধান থাকলেও "উপপদবিভক্তেঃ কারকবিভক্তির্বলীয়সী" ন্যায়ানুসারে কারকবিভক্তিই হয়েছে।

(১০) পশুনা রুদ্রং যজতে—"কর্মণঃ করণসংজ্ঞা সম্প্রদানস্য চ কর্মসংজ্ঞা" এই বার্তিক অনুসারে যজ্-ধাতুর কর্ম 'পশু' করণকারক সংজ্ঞা (এবং সম্প্রদান রুদ্র কর্মকারক সংজ্ঞা) লাভ করেছে। ফলে "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" সূত্রানুসারে 'পশু'-শব্দে তৃতীয়া হয়েছে (এবং "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে 'রুদ্র' শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

(১১) সুখেন (বিষমেণ) যাতি—'সুখ' ('বিষম') শব্দটি প্রকৃত্যাদি গণের অন্তর্গত। ফলে এখানে "প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চোপসংখ্যানম্" বার্তিকানুসারে 'সুখ'-শব্দে ('বিষম'-শব্দে) তৃতীয়া হয়েছে।

(১২) বাতায় কপিলা বিদ্যুৎ—এখানে বিদ্যুতের কপিল বর্ণ দ্বারা বাত (ঝড়)-রূপ উৎপাত (দৈব দুর্যোগ) দ্যোতিত হয়েছে। ফলে "উৎপাতেন জ্ঞাপিতে চ" বার্তিকানুসারে 'বাত'-শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(১৩) অলং শ্রমেণ—শ্রম এখানে গম্যমান (উহ্য) সাধনক্রিয়ার (শ্রমেণ ন সিধ্যতে) সাধকতম বলে "সাধকতমং করণম্" সূত্রানুসারে করণকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে 'শ্রম' শব্দে "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" সূত্রানুসারে তৃতীয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, "গম্যমানাপি ক্রিয়া কারকবিভক্তৌ প্রযোজিকা।" অর্থাৎ উহ্য ক্রিয়াও কারকবিভক্তির প্রযোজিকা হয়।

(১৪) অধ্যয়নেন বসতি—অধ্যয়ন এখানে বাসক্রিয়ার ফল বলে হেতুরূপে গণ্য হয়েছে ("ফলমপীহ হেতুঃ"-দী)। ফলে "হেতৌ" সূত্রানুসারে 'অধ্যয়ন'-শব্দে তৃতীয়া হয়েছে।

(১৫) পত্যে শেতে—এখানে শয়নক্রিয়া সহ পতির দিকে প্রকৃষ্টরূপে গমন করছে (পতিকে তুষ্ট করছে) বোঝা যায়। ফলে "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্"—এই বার্তিক অনুসারে 'পতি' সম্প্রদান কারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। তাই "চতুর্থী সম্প্রদানে" সূত্রানুসারে 'পতি'-শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(১৬) হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ—এখানে "রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ" সূত্রানুসারে রুচ্যর্থক রুচ্ ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ হরি সম্প্রদানকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে 'হরি' শব্দে "চতুর্থী সম্প্রদানে" সূত্রানুসারে চতুর্থী হয়েছে।

(১৭) মুক্তাফলায় করিণং হন্তি—এখানে 'মুক্তাফলায়' পদটি 'মুক্তাফলম্ আহর্তুম্'—এই অর্থ বোঝায়। সুতরাং মুক্তাফল এখানে স্থানী (উহ্য) তুমন্ত আহরণ ক্রিয়ার কর্ম। ফলে "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ" সূত্রানুসারে ঐ কর্মের বাচক 'মুক্তাফল'-শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(১৮) যাগায় যাতি—এখানে তুমুন-প্রত্যয়ের অর্থে "ভাববচনাশ্চ" সূত্রানুসারে 'যজ্'-ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্'-প্রত্যয়ের যোগে 'যাগ'-শব্দটি গঠিত হয়েছে। সুতরাং 'যাগ' মানে 'যষ্টুম্'। তাই "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ" সূত্রানুসারে 'যাগ'-শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(১৯) গাং পয়ঃ দোগ্ধি—এখানে 'দুহ্'-ধাতুর ঈপ্সিততম কর্ম 'পয়স্'-এর সাথে যুক্ত 'গো' (গোরু) অপাদান কারকরূপে বিবক্ষিত না হওয়ায় "অকথিতঞ্চ" সূত্রানুসারে এবং "দুহ্যাচ্পচ্" ইত্যাদি পরিগণন অনুসারে অকথিত কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে 'গো' শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

(২০) ন ত্বাং তৃণায় মন্যে—এখানে দিবাদিগণীয় মন্-ধাতু-গঠিত 'মন্যে' পদের প্রয়োগ আছে এবং 'তৃণ' হল এই ক্রিয়ার অনাদর (অবজ্ঞা)-বোধক কর্ম। ফলে "মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষা" সূত্রানুসারে এখানে 'তৃণ'-শব্দের উত্তর বিকল্পে (কর্মে) চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(২১) মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ—এখানে মাতা ও কৃষ্ণের মধ্যে ব্যবধান (অন্তর্ধি) আছে এবং কৃষ্ণ মাতাকর্তৃক নিজের অদর্শন ইচ্ছা করে যোঝা যায়। তাই "অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি" সূত্রানুসারে মাতা অপাদানকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে তার বাচক 'মাতৃ'-শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(২২) আ মুক্তেঃ সংসারঃ—এখানে মর্যাদা (সীমা) দ্যোতিত করায় 'আ' (আঙ্) এই অব্যয়টি "আঙ্ মর্যাদাবচনে" সূত্রানুসারে কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে তার যোগে 'মুক্তি'-শব্দের উত্তর "পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ" সূত্রানুসারে পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(২৩) হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি—এখানে 'ভূ'-ধাতুর প্রয়োগ থাকায় তার কর্তা গঙ্গার প্রভব (প্রথম প্রকাশের স্থল) হিমবান্ "ভুবঃ প্রভবঃ" সূত্রানুসারে অপাদান কারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে 'হিমবৎ'-শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(২৪) চৌরাদ্ বিভেতি—এখানে ভয়ার্থক ভী-ধাতুর প্রয়োগ থাকায় ভয়ের হেতু চোর "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" সূত্রানুসারে অপাদান কারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে তার বাচক 'চৌর'-শব্দের উত্তর "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(২৫) আসনাৎ (প্রাসাদাৎ) প্রেক্ষতে (পশ্যতি)—এখানে 'আসনাৎ' পদটি দ্বারা 'আসনে উপবিশ্য' ('প্রাসাদাৎ' পদটি দ্বারা 'প্রাসাদম্ আরুহ্য') বোঝা যায়। তাই 'আসন' এখানে লুপ্ত ল্যপ্-প্রত্যয়ান্ত 'উপবিশ্য' ক্রিয়াপদের অধিকরণ ('প্রাসাদ' এখানে লুপ্ত ল্যপ্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ

Scanned by CamScanner

'আরুহ্য'-এর কর্ম)। ফলে "ল্যব্লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ" বার্তিকানুসারে এখানে 'আসন'-শব্দে অধিকরণে ('প্রাসাদ'-শব্দে কর্মে) পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে।

(২৬) পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ—ধূম এখানে পর্বতে বহ্নির অনুমানের হেতু। কিন্তু এর বাচক 'ধূম'-শব্দটি অস্ত্রীলিঙ্গ (পুংলিঙ্গ) হলেও গুণবাচক নয় (দ্রব্যবাচক)। ফলে "বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্" সূত্রানুসারে এখানে হেত্বর্থে বিকল্পে পঞ্চমী সিদ্ধ হয় না। অথচ এটি একটি শিষ্ট প্রয়োগ। তাই এখানে উক্ত সূত্রে যোগ বিভাগের আশ্রয় নিয়ে কেবল "বিভাষা" সূত্রটি তৈরী করে তার দ্বারা 'ধূম'-শব্দে বিকল্পে হেত্বর্থে পঞ্চমী সিদ্ধ করা হয়।

(২৭) ধাবতোঽ শ্বাৎ পততি—এখানে অশ্বারোহীর পতনক্রিয়া দ্বারা অশ্ব থেকে তার বিশ্লেষ (বিচ্ছেদ) ঘটেছে। তাই অশ্ব এখানে বিশ্লেষের ব্যাপারে ধ্রুব অর্থাৎ অবধিভূত বা উদাসীন বলে "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" সূত্রানুসারে অপাদান কারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে তার বাচক 'অশ্ব'-শব্দের উত্তর "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। উক্ত সূত্রে 'ধ্রুব' মানে স্থির বা নিশ্চিত নয় বলে ধাবমান অশ্বেরও অপাদান হতে বাধা নেই।

(২৮) শতস্য দীব্যতি—দিব্-ধাতু এখানে পণ (বাজি) ধরে পাশা খেলা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি বি + অব-পূর্বক হৃ-ধাতুর ও পণ-ধাতুরও অন্যতম অর্থ। ফলে "দিবস্তদর্থস্য" সূত্রানুসারে দিব্-ধাতুর কর্মের বাচক 'শত'-শব্দের উত্তর (কর্মে) ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(২৯) অল্পস্য হেতোঃ বহু হাতুমিচ্ছতি—এখানে 'হেতু'-শব্দটির প্রয়োগ আছে। ফলে হেত্বর্থক 'অল্প'-শব্দের উত্তর "ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে" সূত্রানুসারে ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(৩০) গবাং কৃষ্ণা বহুক্ষীরা (কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ)—এখানে গো-জাতীয় (কবি জাতীয়) সমুদায় থেকে কৃষ্ণত্বগুণের ('কালিদাস' নামের) দ্বারা তার একাংশকে পৃথক করা রূপ নির্ধারণ বোঝা যায়। ফলে যা থেকে নির্ধারণ করা হচ্ছে তার বাচক 'গো' শব্দের উত্তর ষষ্ঠী ('কবি'-শব্দের উত্তর বিকল্পে সপ্তমী) বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(৩১) সর্বেষাং বেদাঃ পঠনীয়াঃ—এখানে কৃত্যপ্রত্যয়ান্ত 'পঠনীয়াঃ' (√পঠ্ + অনীয়র্) পদের যোগে কর্তৃকারকের বাচক 'সর্ব'-শব্দের উত্তর "কৃত্যানাং কর্তরি বা" সূত্রানুসারে বিকল্পে ষষ্ঠী হয়েছে।

(৩২) মাতুঃ স্মরণম্—এখানে অধি-ইক্-ধাতুর সমার্থক স্মৃ-ধাতুর কর্ম মাতা কর্ম বিবক্ষার অভাবে (ধাতুর সাথে সম্বন্ধমাত্র বলার ইচ্ছায়) শেষরূপে বিবক্ষিত হয়েছে। ফলে তার বাচক 'মাতৃ'-শব্দের উত্তর "অধীগর্থদয়েশাং কর্মণি" সূত্রানুসারে শেষে (সম্বন্ধে) ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(৩৩) অধীতী ব্যাকরণে—এখানে অধীত = অধি-√ই + ক্ত। অধীতী = অধীত + ইনি + পুং প্রথমা, একবচন। সুতরাং এখানে 'ইনি'-প্রত্যয়ের বিষয় ক্ত-প্রত্যয়ান্ত 'অধীত'। এর কর্ম হল ব্যাকরণ। ফলে "ক্তস্যেনিবিষয়স্য কর্মণ্যুপসংখ্যানম্" বার্তিকানুসারে কর্মের বাচক 'ব্যাকরণ'-শব্দে (কর্মে) সপ্তমী হয়েছে।

(৩৪) চর্মণি দ্বীপিনং হন্তি—এখানে হনন ক্রিয়ার কর্ম 'দ্বীপী'-এর সাথে নিমিত্ত অর্থাৎ

ক্রিয়ার ফল 'চর্ম' সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত। তাই নিমিত্তের বাচক "চর্মন্"-শব্দের উত্তর "নিমিত্তাৎ কর্মযোগে" বার্তিকানুসারে সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

(৩৫) রুদতি পুত্রে (রুদতঃ পুত্রস্য) পিতা জগাম—এখানে কর্তা পুত্রের রোদনক্রিয়ার কালের দ্বারা পিতার গমনক্রিয়ার কাল লক্ষিত (সূচিত) হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পুত্রের অনাদর বোঝানো হয়েছে। ফলে কর্তার বাচক 'পুত্র'-শব্দের উত্তর "ষষ্ঠী চানাদরে" সূত্রানুসারে সপ্তমী (বিকল্পে ষষ্ঠী) হয়েছে।

(৩৬) ব্যাকরণে সাধুঃ—এখানে অর্চা (প্রশংসা) বোঝাতে সাধু-শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে এবং 'প্রতি' পদটির প্রয়োগ নেই। ফলে "সাধুনিপুণাভ্যামর্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ" সূত্রানুসারে 'সাধুঃ'-পদের যোগে 'ব্যাকরণ'-শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

সূত্র উল্লেখ করে বাক্যযুগলের অর্থ-পার্থক্য দেখাও

[বি. দ্র.—বৃত্তিব্যাখ্যার অথবা হিসাবে দু-নম্বরের তিনটি প্রশ্নোত্তর লিখতে হয়]

(১) **বর্ষং ব্যাকরণমপঠৎ**—এক বছর ধরে ব্যাকরণ পড়েছে। এখানে "কালাধ্বনোরত্যন্ত-সংযোগে" সূত্রানুসারে (ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকায়) কালের পরিমাণবাচক 'বর্ষ'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

বর্ষেণ ব্যাকরণমপঠৎ—এক বছর ধরে ব্যাকরণ পড়ে ফল (শিক্ষা) লাভ করেছে। এখানে ক্রিয়ার ব্যাপ্তির সাথে অপবর্গ (ফলপ্রাপ্তি) বোঝা যায় বলে "অপবর্গে তৃতীয়া" সূত্রানুসারে কালের পরিমাণবাচক 'বর্ষ' শব্দে তৃতীয়া হয়েছে।

(২) **সতাং (রাজ্ঞাং) পূজিতঃ**—সজ্জনগণ (রাজগণ) কর্তৃক (বর্তমানে) পূজিত। এখানে 'মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ' সূত্রানুসারে বর্তমানকালে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত 'পূজিতঃ' পদের যোগে "ক্তস্য চ বর্তমানে" সূত্রানুসারে কর্তৃবাচক সং (রাজন্) শব্দে ষষ্ঠী হয়েছে।

সদ্ভি (রাজভিঃ) পূজিতঃ—সজ্জনগণ (রাজগণ) কর্তৃক অতীতে পূজিত হতেন। এখানে অতীতে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত "পূজিতঃ" পদের যোগে "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা—ইত্যাদি সূত্রানুসারে "কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি" সূত্র দ্বারা কর্তায় বিহিত ষষ্ঠী নিষিদ্ধ হওয়ায় "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" সূত্রানুসারে 'সং' (রাজন্) শব্দে তৃতীয়া হয়েছে।

(৩) **শিবং নমস্করোতি**—শিবকে নমস্কার করে। শিব এখানে কৃ-ধাতুর কর্ম বলে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে 'শিব'-শব্দে (কারকবিভক্তি) দ্বিতীয়া হয়েছে। 'নমস্'-পদের যোগে "নমঃস্বস্তি—সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত (উপপদ বিভক্তি) চতুর্থী হয়নি। কারণ উপপদ বিভক্তির চেয়ে কারক বিভক্তি বলীয়সী।

শিবায় নমস্করোতি—শিবকে প্রীত করতে নমস্কার করে। এখানে শিবায় = শিবং প্রীণয়িতুম্। তাই স্থানী (উহ্য) ক্রিয়ার্থোপপদ 'প্রীণয়িতুম্'-এর কর্মের বাচক 'শিব'-শব্দে "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ" সূত্রানুসারে চতুর্থী হয়েছে।

(৪) **ব্যাঘ্রাৎ ভয়ম্**—বাঘ থেকে ভয়। এখানে ভয়ার্থক ভী-ধাতু-গঠিত 'ভয়ম্' পদের প্রয়োগে ভয়ের হেতু ব্যাঘ্র "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" সূত্রানুসারে অপাদান কারক হওয়ায় "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে 'ব্যাঘ্র'-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।

ব্যাঘ্রস্য ভয়ম্—ব্যাঘ্রসম্বন্ধি ভয়। এখানে "ষষ্ঠী শেষে" সূত্রানুসারে ব্যাঘ্র-শব্দে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়েছে।

(৫) **পুষ্পাণি স্পৃহয়তি**—ঈপ্সিততমরূপে পুষ্পসমূহ চায়। এখানে "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" সূত্রানুসারে ঈপ্সিততম পুষ্প কর্ম হওয়ায় "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে 'পুষ্প'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি—সাধারণ ঈপ্সিতরূপে পুষ্প চায়। এখানে স্পৃহ-ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত পুষ্প "স্পৃহেরীপ্সিতঃ" সূত্রানুসারে সম্প্রদানকারক হওয়ায় "চতুর্থী সম্প্রদানে" সূত্রানুসারে পুষ্প-শব্দে চতুর্থী হয়েছে।

(৬) **নটস্য গাথাং শৃণোতি**—নটের গান শোনে। এখানে নটের সঙ্গে গাথার সম্বন্ধ বোঝায় বলে "ষষ্ঠী শেষে" সূত্রানুসারে 'নট' শব্দে ষষ্ঠী হয়েছে।

নটাৎ গাথাং শৃণোতি—নটের কাছ থেকে নিয়মিত গান শুনে শেখে। এখানে উপযোগ অর্থাৎ নিয়ম করে বিদ্যাশিক্ষা বোঝায় বলে আখ্যাতা (শিক্ষক) নট "আখ্যাতোপযোগে" সূত্রানুসারে অপাদান কারক হওয়ায় "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে 'নট'-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।

(৭) **অধ্যয়নেন বসতি**—অধ্যয়নরূপ ফললাভের জন্য বাস করে। ফলও হেতুরূপে গণ্য হয় বলে এখানে "হেতৌ" সূত্রানুসারে হেতুবোধক 'অধ্যয়ন' শব্দে তৃতীয়া হয়েছে।

অধ্যয়নায় বসতি—অধ্যয়ন করতে বাস করে। এখানে উহ্য "কর্তুম" পদের কর্মের বাচক 'অধ্যয়ন' শব্দে "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ" সূত্রানুসারে চতুর্থী হয়েছে।

(৮) **বনমুপবসতি**—বনে বাস করে। এখানে "উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ" সূত্রানুসারে উপ-পূর্বক বস্-ধাতুর আধার বন কর্ম হওয়ায় "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে 'বন' শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

বনে উপবসতি—বনে উপবাস করে। এখানে অনাহার বোঝায় বলে "অভুক্ত্যর্থস্য ন" বার্তিকানুসারে উক্ত কর্মত্ব নিষিদ্ধ হওয়ায় "আধারোঽধিকরণম্" সূত্রানুসারে আধার 'বন' অধিকরণ হয়েছে এবং ফলে "সপ্তম্যধিকরণে চ" সূত্রানুসারে 'বন'-শব্দে সপ্তমী হয়েছে।

(৯) **গ্রামং গচ্ছতি**—গ্রামে যাচ্ছে (মনে মনেও যেতে পারে)। "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" সূত্রানুসারে গ্রাম কর্ম হওয়ায় "কর্মণি দ্বিতীয়া সূত্রানুসারে গ্রাম শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

গ্রামায় গচ্ছতি—(অঙ্গসঞ্চালন করে) গ্রামে যাচ্ছে। এখানে 'চেষ্টা' (অঙ্গসঞ্চালন) বোঝায় বলে গমনার্থক গম-ধাতুর কর্মের বাচক গ্রাম-শব্দে "বা গত্যর্থকর্মণি চেষ্টায়ামনধ্বনি" সূত্রানুসারে বিকল্পে চতুর্থী হয়েছে।

(১০) **ভয়স্য হেতুরায়াতি**—ভয়ের হেতু আসছে। এখানে সম্বন্ধ বোঝা যায় বলে "ষষ্ঠী শেষে" সূত্রানুসারে 'ভয়'-শব্দে ষষ্ঠী হয়েছে এবং কর্তা হেতু তিঙের দ্বারা অভিহিত হওয়ায় হেতু-শব্দে "প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা" সূত্রানুসারে প্রথমা হয়েছে।

ভয়স্য হেতোরায়াতি—ভয়ের কারণে আসছে। এখানে হেতু-শব্দের প্রয়োগ থাকায় হেতু-বোধক 'ভয়' শব্দে (ও হেতু-শব্দে) "ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে" সূত্রানুসারে ষষ্ঠী হয়েছে।

(১১) **ভক্ষয়তি বলীবর্দান্ সস্যম্**—হিংসা করে বলদ দিয়ে অপরের সস্য খাওয়াচ্ছে। এখানে ভোজনার্থক ভক্ষ্-ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা বলীবর্দ "গতিবুদ্ধি-প্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ" সূত্রানুসারে কর্ম হওয়ায় তার বাচক 'বলীবর্দ' শব্দে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হয়েছে।

ভক্ষয়তি বলীবর্দৈঃ সস্যম্—বলীবর্দ (বলদ) দিয়ে (নিজের) ফসল খাওয়াচ্ছে। এখানে অহিংসার্থে প্রযুক্ত ভক্ষ্-ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা বলীবর্দের "গতি"—ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত কর্মত্ব "ভক্ষেরহিংসার্থস্য ন" বার্তিকদ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" সূত্রানুসারে "বলীবর্দ" শব্দে তৃতীয়া হয়েছে।

(১২) **বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি**—গাছ থেকে পাতা পড়ছে। এখানে বিশ্লেষের ব্যাপারে ধ্রুব

Scanned by CamScanner

(উদাসীন বা অবধিভূত) বৃক্ষ "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" সূত্রানুসারে অপাদান কারক হওয়ায় "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে "বৃক্ষ"-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।

বৃক্ষস্য পর্ণং পততি—গাছের পাতা পড়ছে। এখানে "ষষ্ঠী শেষে" সূত্রানুসারে 'বৃক্ষ'-শব্দে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়েছে।

(১৩) ইদং সর্বেষাং বিদিতম্—এটা বর্তমানে সকলের জানা। এখানে "মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্যশ্চ" সূত্রানুসারে বর্তমানে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত-'বিদিতম্' পদের যোগে কর্তা 'সকলের' বাচক 'সর্ব' শব্দে "ক্তস্য চ বর্তমানে" সূত্রানুসারে ষষ্ঠী হয়েছে।

ইদং সর্বৈঃ বিদিতম্—এটা সকলের জানা ছিল। এখানে অতীতে ক্ত-প্রত্যয়ান্ত 'বিদিতম্' পদের যোগে কর্তায় "কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি" সূত্রানুসারে বিহিত ষষ্ঠী "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা—" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" সূত্রানুসারে কর্তৃবাচক 'সর্ব' শব্দে তৃতীয়া হয়েছে।।

(১৪) গ্রামাৎ পূর্বংবনম্—গ্রামের পূর্বদিকে বন। এখানে "পূর্বাদিতরর্তেদিক্‌শব্দাঞ্চুত্তর-পদাজাহিযুক্তে" সূত্রানুসারে দিক্‌বাচক 'পূর্বম্' পদের যোগে 'গ্রাম'-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।

গ্রামস্য পূর্বং বনম্—গ্রামের পূর্ব অংশে বন। এখানে "ষষ্ঠী শেষে" সূত্রানুসারে গ্রাম-শব্দে (অবয়ব-অবয়ীভাব) সম্বন্ধে ষষ্ঠী হয়েছে।

(১৫) বেদমধীয়ন্—বেদাধ্যয়নকারী। এখানে তৃন্-প্রত্যাহারের অন্তর্গত শতৃপ্রত্যয়ান্ত 'অধীয়ন্' পদের যোগে কর্মবেদের বাচক 'বেদ' শব্দে "কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি" সূত্রানুসারে বিহিত ষষ্ঠী "ন লোকাব্যয় নিষ্ঠা—" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ায় "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হয়েছে।

বেদমধীয়ানঃ—বেদ পড়তে পড়তে। এখানে লাদেশ শানচ্-প্রত্যয়ান্ত 'অধীয়ানঃ' পদের যোগে পূর্বোক্তরূপে ষষ্ঠী নিষিদ্ধ হওয়ায় "কর্মণিদ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে 'বেদ'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

(১৬) শতাদ্ বদ্ধঃ—একশ মুদ্রা ঋণের কারণে বদ্ধ। এখানে কর্তা বোঝায় না বলে হেতুস্বরূপ ঋণবাচক 'শত'-শব্দে "অকর্তরীণে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে।

শতেন বন্ধিতঃ—একশ মুদ্রা কর্তৃক বদ্ধ। এখানে কর্তা বোঝায় বলে হেতুবোধক ঋণবাচক 'শত'-শব্দে "হেতৌ" সূত্রানুসারে তৃতীয়া হয়েছে।

(১৭) কালিদাসঃ ভারবেঃ শ্রেয়ান্—কালিদাস ভারবির চেয়ে ভাল। এখানে পূর্ব থেকেই নির্ধার্যমাণ ও যা থেকে নির্ধারণ করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে ভেদ বোঝা যাচ্ছে বলে "পঞ্চমী বিভক্তে" সূত্রানুসারে "ভারবি" শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।

কালিদাসঃ কবিষু শ্রেষ্ঠঃ—কালিদাস কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে 'কালিদাস' এই নাম দ্বারা একজাতীয় কবিসমুদায় থেকে তার একাংশকে পৃথক করা রূপ নির্ধারণ বোঝায় বলে যা থেকে নির্ধারণ করা হচ্ছে তার বাচক 'কবি' শব্দে "যতশ্চ নির্ধারণম্" সূত্রানুসারে বিকল্পে সপ্তমী হয়েছে।

১০ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। প্রাতিপদিকার্থ কথাটির অর্থ কি? সূত্রে লিঙ্গ ও বচন কথা দুটি গ্রহণ করা হয়েছে কেন?

উত্তর। "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্" এবং "কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ" নিয়মানুসারে অর্থপ্রকাশক যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু অথবা প্রত্যয় নয়, সেগুলিকে এবং কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে প্রাতিপদিক বলা হয়।

প্রাতিপদিকের অর্থই প্রাতিপদিকার্থ। প্রাতিপদিকের অর্থ সম্বন্ধে মহাভাষ্য ও মঞ্জুষা গ্রন্থে চারটি বিভিন্ন মতের কথা বলা হয়েছে—(ক) দ্বিকপক্ষ (প্রবৃত্তিনিমিত্ত + ব্যক্তি), (খ) ত্রিকপক্ষ (প্রবৃত্তিনিমিত্ত + ব্যক্তি + লিঙ্গ), (গ) চতুষ্কপক্ষ (প্রবৃত্তিনিমিত্ত + ব্যক্তি + লিঙ্গ + সংখ্যা) এবং পঞ্চকপক্ষ (প্রবৃত্তিনিমিত্ত + ব্যক্তি + লিঙ্গ + সংখ্যা + কারক)। কিন্তু ত্রিকাদিপক্ষ গ্রহণ করলে আচার্য পাণিনির "প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা" সূত্রে 'লিঙ্গ' ও 'বচন' শব্দ দুটি অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই বৃত্তিকার আচার্য ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন—"নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ"। অর্থাৎ কোন প্রাতিপদিক উচ্চারিত হলেই যে অর্থটি নিয়ত (সর্বদা নিশ্চিতরূপে) মনে উপস্থিত হয়, তাই সেই প্রাতিপদিকের অর্থ। যেমন—'কৃষ্ণ' এই প্রাতিপদিকটি উচ্চারিত হলেই মনে 'পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ'রূপ অর্থটি নিয়ত মনে উপস্থিত হয়। এখানে পুংলিঙ্গটিও নিয়ত উপস্থিত হয় বলে তা প্রাতিপদিকার্থের অন্তর্গত। অলিঙ্গ অব্যয় এবং নিয়তলিঙ্গ শব্দগুলিতে প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা হয়। যথা—উচ্চৈঃ, শ্রীঃ।

'তট' ইত্যাদি অনিয়তলিঙ্গ প্রাতিপদিক উচ্চারিত হলে কোন বিশেষ লিঙ্গ নিয়ত উপস্থিত হয় না। তাই লিঙ্গ এরূপ ক্ষেত্রে প্রাতিপদিকার্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং 'তটঃ', 'তটী', 'তটম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে লিঙ্গমাত্রাধিক্যে (প্রাতিপদিকার্থ + লিঙ্গ) প্রথমা-বিধানের জন্য সূত্রে 'লিঙ্গ' কথাটি গৃহীত হয়েছে।

'বচন' কথাটির অর্থ সংখ্যা। 'এক', 'দ্বি', 'বহু' প্রভৃতি প্রাতিপদিকের অর্থ যথাক্রমে একত্ব, দ্বিত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি। আবার 'একঃ', 'দ্বৌ', 'বহবঃ' প্রভৃতি পদের প্রথমা বিভক্তি প্রাতিপদিকার্থেরই পুনরুক্তি করে মাত্র। ফলে "উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ" ন্যায়ানুসারে এখানে কোন বিভক্তিরই প্রাপ্তি বা প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিভক্তিহীন অ-পদের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষায় শুদ্ধ বলে গণ্য হয় না। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন—"ন কেবলা প্রকৃতিঃ প্রযোক্তব্যা, নাপি প্রত্যয়ঃ।" সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে কেবল ভাষার শুদ্ধতার জন্য ভাষায় প্রচলিত প্রথমা বিভক্তির বিধান দিতে সূত্রে 'বচন' কথাটি গৃহীত হয়েছে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমাবিধানের দ্বারা এ ব্যাপারটি সিদ্ধ হয় না। কারণ, সেক্ষেত্রে বিভক্তি প্রাতিপদিকার্থের পুনরুক্তি করে না, সংখ্যাদিও প্রতিপাদন করে। যেমন—'নরৌ' বললে মানুষের দ্বিত্বসংখ্যাটি প্রথমা বিভক্তিই প্রকাশ করে। ফলে উক্ত দুটি ক্ষেত্রে বিহিত প্রথমা বিভক্তির কার্য পৃথক।

প্রশ্ন ২। "পরিমাণমাত্রে দ্রোণো ব্রীহিঃ"—ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। "প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা" সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৃত্তিকার আচার্য ভট্টোজি দীক্ষিত এই কথা বলেছেন।

Scanned by CamScanner

সূত্রটির অর্থ—প্রাতিপদিকার্থমাত্র, লিঙ্গমাত্রাধিক্য, পরিমাণমাত্রাধিক্য ও সংখ্যামাত্র বোঝাতে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়।

পরিমাণমাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরণ—দ্রোণো ব্রীহিঃ। এখানে 'দ্রোণ'-শব্দের উত্তর প্রাতিপদিকার্থ ছাড়া কেবল পরিমাণ অর্থটির আধিক্য বোঝাতে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। এখানে প্রাতিপদিকার্থ (প্রায় ৩০ কিগ্রা ধান ধরে এমন) পাত্রবিশেষ। 'ব্রীহিঃ' পদটিতে "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্" সূত্রানুসারে জাতি বোঝাতে একবচন হয়েছে। তাই এর অর্থ ধান্যরাশি। উদাহরণে 'দ্রোণ' সমানাধিকরণরূপে ব্রীহির বিশেষণ হয়েছে। কিন্তু কোন পাত্রবিশেষ এভাবে ব্রীহির বিশেষণ হতে পারে না। ফলে 'দ্রোণ'-শব্দে প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা হতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে উদাহরণটির অর্থ—দ্রোণরূপ পরিমাণ দ্বারা মাপা ধান্যরাশি। সুতরাং এখানে প্রাতিপদিকার্থ ছাড়া 'পরিমাণ' অর্থটিও প্রথমা বিভক্তি দ্বারাই বোঝা যায়। ফলে এখানে পরিমাণমাত্রাধিক্যে 'দ্রোণ'-শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

অবশ্য প্রথমা এখানে যে পরিমাণরূপ অর্থটি বোঝায়, তাকে 'দ্রোণ' এই প্রাতিপদিকের বা প্রকৃতির (মূল শব্দের) অর্থ 'পাত্রবিশেষ' বিশেষিত করে। ফলে 'দ্রোণঃ' পদটির অর্থ হয় দ্রোণরূপ পরিমাণবিশেষ। প্রকৃতি 'দ্রোণ'-শব্দের অর্থ 'পাত্রবিশেষ' এবং 'সু'-বিভক্তিরূপ প্রত্যয়ের অর্থ 'পরিমাণ'-এর মধ্যে এখানে কোন ভেদবোধ হয় না এবং উভয়কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তাই এখানে প্রকৃতির অর্থ পাত্রবিশেষ প্রত্যয়ের অর্থ পরিমাণের বিশেষণ হয়েছে অভেদ সম্পর্কে। আবার প্রত্যয়ের (সু-বিভক্তির) অর্থ 'পরিমাণ' এখানে ব্রীহিঃ' পদের অর্থ ধান্যরাশির পরিচ্ছেদক (পরিমাপক) আর ধান্যরাশি হল পরিচ্ছেদ্য (পরিমেয়)। সুতরাং প্রত্যয়ের অর্থ এখানে ব্রীহির (ধানের) বিশেষণ হয়েছে পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদক সম্বন্ধে। এই হল উভয় ক্ষেত্রের পার্থক্য। তাই ভট্টোজি দীক্ষিত বলেছেন—"প্রত্যয়ার্থে পরিমাণে প্রকৃত্যর্থোঽভেদেন সংসর্গেণ বিশেষণম্, প্রত্যয়ার্থস্তু পরিচ্ছেদ্য-পরিচ্ছেদকভাবেন ব্রীহৌ বিশেষণমিতি বিবেকঃ।"

প্রশ্ন ৪। কর্মকারক বলতে কি বোঝায়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আধার কর্ম হয়?

উত্তর। "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" সূত্রানুসারে কর্তা তার ক্রিয়ার দ্বারা সবচেয়ে বেশী করে যা পেতে চায় সেই কারক কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—রাম ওদনং ভুঙ্‌ক্তে। এখানে কর্তা রাম তার ভোজন ক্রিয়া দ্বারা সর্বাপেক্ষা বেশী করে চায় ওদন (ভাত)। তাই 'ওদন' কর্মকারক হয়েছে। কর্মকারকের বাচক শব্দের উত্তর সাধারণতঃ "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়।

"তথা যুক্তঞ্চানীপ্সিতম্" সূত্রানুসারে ঈপ্সিততমের ন্যায় ক্রিয়ার সাথে যুক্ত অনীপ্সিত (দ্বেষ্য ও উদাসীন) কারকও কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—বালক ওদনং ভুঞ্জানো বিষং ভুঙ্‌ক্তে। এখানে কর্তা বালকের ভোজনক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিততম 'ওদন' ঐ ক্রিয়ার সাথে যেভাবে যুক্ত, অনীপ্সিত (দ্বেষ্য) বিষও সেইভাবেই যুক্ত। তাই বিষ এখানে কর্ম হয়েছে।

আবার "অকথিতঞ্চ" সূত্র এবং "দুহ্যাচ্‌পচ্—" ইত্যাদি পরিগণন অনুসারে দুহাদি ষোলটি ধাতু এবং তাদের সমার্থক সব ধাতুর ঈপ্সিততম কর্মের সাথে যুক্ত (সম্পর্কিত) কারক

অপাদানাদি কারকরূপে বিবক্ষিত না হয়ে কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—গোপঃ গাং দোগ্ধি পয়ঃ। এখানে কর্তা গোপের দোহন ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিততম 'পয়ঃ' (দুধ)-এর সাথে যুক্ত 'গো' অপাদানবিবক্ষার অভাবে কর্ম হয়েছে।

"অধিশীঙ্‌স্থাসাং কর্ম" সূত্রানুসারে 'অধি'-পূর্বক শী, স্থা ও আস্-ধাতুর আধার কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—শিশুঃ শয্যাম্ অধিশেতে। এখানে অধিপূর্বক শী-ধাতুর আধার 'শয্যা' (অধিকরণ না হয়ে) কর্মকারক হয়েছে।

"অভিনিবিশশ্চ" সূত্রানুসারে অভি + নি-পূর্বক বিশ্-ধাতুর আধার কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—সাধুঃ সন্মার্গম্ অভিনিবিশতে। এখানে অভি + নি-পূর্বক বিশ্-ধাতুর আধার 'সন্মার্গ' কর্মকারক হয়েছে।

"উপান্বধ্যাঙ্‌বসঃ" সূত্রানুসারে উপ, অনু, অধি বা আ-পূর্বক বস্-ধাতুর আধার কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—হরিঃ বৈকুণ্ঠম্ উপবসতি। এখানে উপ-পূর্বক বস্-ধাতুর আধার 'বৈকুণ্ঠ' কর্মকারক হয়েছে।

প্রশ্ন ৪। ঈপ্সিত, ঈপ্সিততম ও অনীপ্সিত পদগুলি সোদাহরণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। ঈপ্সিত = √আপ্ + সন্ + ক্ত। শব্দটির অর্থ—যা পেতে চাওয়া হয়। "স্পৃহেরীপ্সিতঃ" সূত্রানুসারে স্পৃহ্-ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত পদার্থ সম্প্রদানকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—পুষ্পায় স্পৃহয়তি বালা। এখানে স্পৃহ্-ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত 'পুষ্প' সম্প্রদান কারক হয়েছে। ফলে তার বাচক 'পুষ্প'-শব্দের উত্তর "চতুর্থী সম্প্রদানে" সূত্রানুসারে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। আবার "বারণার্থানামীপ্সিতঃ" সূত্রানুসারে বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত পদার্থ অপাদানকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—যবেভ্যো গাং বারয়তি। এখানে বারণার্থক 'বার্' ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত যব অপাদান কারক হয়েছে। ফলে "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে তার বাচক 'যব'-শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

ঈপ্সিত + তমপ্ = ঈপ্সিততম। শব্দটির অর্থ সবচেয়ে বেশী করে যা পেতে চাওয়া হয়। "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" সূত্রানুসারে কর্তার ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিততম পদার্থ কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—বালক ওদনং ভুঙ্‌ক্তে। এখানে কর্তা বালকের ভোজনক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিততম ওদন (ভাত), কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে তার বাচক 'ওদন'-শব্দে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হয়েছে।

অনীপ্সিতঃ = ন ঈপ্সিতঃ। এর অর্থ—যা পেতে চাওয়া হয় না। অনীপ্সিত আবার দু প্রকার—দ্বেষ্য ও উদাসীন। "তথা যুক্তঞ্চানীপ্সিতম্" সূত্রানুসারে ক্রিয়ার সাথে ঈপ্সিততমের ন্যায় যুক্ত অনীপ্সিত পদার্থ কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—বালক ওদনং ভুঞ্জানো বিষং ভুঙ্‌ক্তে। এখানে ভোজনক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিততম 'ওদন' যেমনভাবে ঐ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত, দ্বেষ্য বিষও সেইভাবেই ঐ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত। তাই বিষ কর্ম হয়েছে এবং 'বিষ'-শব্দে "কর্মণি দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে দ্বিতীয়া হয়েছে। উদাসীনের উদাহরণ—গ্রামং গচ্ছংস্তৃণং স্পৃশতি। 'তৃণ' এখানে উদাসীন অনীপ্সিত এবং তা কর্ম হয়েছে।

৫। কর্মপ্রবচনীয় কাকে বলে? এর যোগে কি কি বিভক্তি হয়?

উত্তর। কর্ম ক্রিয়াং প্রোক্তবন্ত ইতি কর্ম + প্র-√বচ্ + অনীয়র্ = কর্মপ্রবচনীয়। সুতরাং

Scanned by CamScanner

কর্মপ্রবচনীয়গুলি এখন আর ক্রিয়ার কথা বলে না—এরূপ অর্থ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আচার্য ভর্তৃহরি বলেছেন—

"ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ।
নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ।।"

অর্থাৎ, কর্মপ্রবচনীয় ক্রিয়ার দ্যোতক নয়, সম্বন্ধের বাচক নয় এবং এর দ্বারা কোন ক্রিয়াপদ আক্ষিপ্ত হয় না; ইহা সম্বন্ধের ভেদক (বিশেষণ) মাত্র। এই হল উপসর্গ থেকে কর্মপ্রবচনীয়ের মূল পার্থক্য। নতুবা আকারে উপসর্গ থেকে কর্মপ্রবচনীয়ের কোন পার্থক্য নেই। যেমন—পর্জন্যো জপম্ অনু প্রাবর্ষৎ। এখানে 'অনু' এই কর্মপ্রবচনীয়টি দ্বারা কোন ক্রিয়া দ্যোতিত হয় না। কিন্তু 'অনুভূয়তে সুখম্' বাক্যে 'অনু' এই উপসর্গটি দ্বারা অনেকার্থক ভূ-ধাতুর অনুভব ক্রিয়া রূপ অর্থটি দ্যোতিত হয়। উদাহরণে কর্মপ্রবচনীয় 'অনু' কোন সম্বন্ধের কথা বলে না। 'জপম্' পদের দ্বিতীয়া বিভক্তি দ্বারাই জপের সাথে বর্ষণের সম্বন্ধ উক্ত হয়। 'প্রাদেশং বিপরিলিখতি' বাক্যে 'বি'-এই উপসর্গ দ্বারা মানক্রিয়া (বি = বিমায়) আক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু কর্মপ্রবচনীয় দ্বারা এরূপ কোন ক্রিয়া আক্ষিপ্ত হয় না। উদাহরণে 'জপম্' পদের দ্বিতীয়া দ্বারা উক্ত সাধারণ সম্বন্ধটিকে 'অনু' এই কর্মপ্রবচনীয়টি 'লক্ষ্যলক্ষণভাব সম্বন্ধ'—এইভাবে বিশেষিত করে মাত্র। অবশ্য কর্মপ্রবচনীয় কোথাও কোথাও ক্রিয়াগত বিশেষেরও দ্যোতক হয়। যেমন—'সু স্তুতম্' বাক্যে কর্মপ্রবচনীয় 'সু' স্তবক্রিয়ার প্রশংসনীয়তা রূপ বিশেষের দ্যোতক।

কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞাটি 'গতি' ও 'উপসর্গ' সংজ্ঞার অপবাদ বলে তার সঙ্গে অন্য পদের সমাস হয় না। ফলে "সমাসেঽনঞ্পূর্বে ক্ত্বো ল্যপ্" সূত্রানুসারে 'ক্ত্বাচ্'-এর স্থানে 'ল্যপ্'-আদেশ হয় না; অথচ গতি ও উপসর্গের সাথে সমাস হয় বলে ক্ত্বাচের স্থানে ল্যপ্ হয়। উপসর্গসংজ্ঞা-নিষেধের ফলে সমানপদস্থের অভাবে কর্মপ্রবচনীয়ে অবস্থিত নিমিত্তের (অ-আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং 'ঋ', 'র' বা 'ষ'-কারের উপস্থিতির) জন্য ষত্ববিধান ও ণত্ববিধান হয় না। যেমন—'সুষিক্তম্' পদে 'সু'-উপসর্গ বলে তার উ-কারের নিমিত্ত 'সিক্তম্' এর স-কারের ষত্ব হয়েছে। কিন্তু 'সু সিক্তম্ তে' বাক্যে প্রশংসাদ্যোতক কর্মপ্রবচনীয় 'সু' পৃথকপদ হওয়ায় 'সিক্তম্' পদের স-কারের ষত্ব হয় নি। গতি ও উপসর্গ সংজ্ঞার অপবাদের ফলে বৈদিক স্বরের ক্ষেত্রেও কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে পার্থক্য দেখা যায়। এসবই হল গতি ও উপসর্গের সাথে কর্মপ্রবচনীয়ের পার্থক্য।

"কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া" সূত্রানুসারে কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া হয়। যেমন—অনু হরিং সুরাঃ। এখানে হীনত্ব দ্যোতিত করায় "হীনে" সূত্রানুসারে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়েছে। ফলে তার যোগে 'হরি'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে।

আবার "পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ" সূত্রানুসারে বর্জনদ্যোতক 'অপ' ও 'পরি' এবং সীমা ও ব্যাপ্তির দ্যোতক 'আ'—এই তিনটি কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে পঞ্চমী হয়। যেমন—অপ হরেঃ সংসারঃ। এখানে বর্জনদ্যোতক 'অপ' এই কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে 'হরি'-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে। আবার "প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ" সূত্রানুসারে প্রতিনিধি ও প্রতিদানের দ্যোতক 'প্রতি' এই কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে পঞ্চমী হয়। যেমন—প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণাৎ প্রতি। এখানে প্রতিনিধিদ্যোতক 'প্রতি' এই কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।

"যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী" সূত্রানুসারে কোন পদার্থ থেকে আধিক্য বা

কোন পদার্থের ঈশ্বরত্বের (স্ব-স্বামিভাবের) দ্যোতক কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন—উপ পরার্ধে হরেগুণাঃ। এখানে পরার্ধ থেকে আধিক্যের দ্যোতক 'উপ'-এই কর্মপ্রবচনীয়টির যোগে পরার্ধ-শব্দে সপ্তমী হয়েছে।

প্রশ্ন ৬। করণকারককে সাধকতম বলা হয়েছে কেন? এর সূত্রগুলি উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর। ক্রিয়ার সাথে যার অন্বয় অর্থাৎ সম্পর্ক থাকে তাকেই বলা হয় কারক ("ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্")। কারক মাত্রেই কোন না কোনভাবে ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করেই ক্রিয়ার সাথে অন্বিত হয়। সুতরাং কারক মাত্রেই ক্রিয়ার সাধক বা সহায়ক। করণকারক এদের মধ্যে প্রধান সহায়ক বলেই তাকে সাধকতম বলা হয়েছে।

অবশ্য সকল কারকই ক্রিয়ার সাধক বলে তাদের মধ্যে করণকারককে বিশেষভাবে সাধক বললেই গৌণ-মুখ্য ন্যায়ে তাকে সাধকতম বলে বোঝা যেত। সুতরাং "সাধকতমং করণম্" এই করণসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রে তমপ্-প্রত্যয়-গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না বলে মনে হয়; "সাধকং করণম্" এরূপ সূত্র করলেই হোত।

কিন্তু সকল কারকই আবার ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে সম্বন্ধের মাধ্যমে ক্রিয়ার আধার। সুতরাং উক্ত গৌণ-মুখ্য ন্যায়ে "আধারোঽধিকরণম্" সূত্রানুসারে কেবল মুখ্য অভিব্যাপক আধারই অধিকরণ কারকরূপে গণ্য হোত। ফলে ঔপশ্লেষিক আধার অধিকরণ কারক সংজ্ঞা লাভ করত না। কিন্তু ভাষায় তা অধিকরণ কারকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—গঙ্গায়াং ঘোষঃ। এখানে ঔপশ্লেষিক আধার গঙ্গা অধিকরণ কারক হয়েছে বলে "সপ্তম্যধিকরণে চ" সূত্রানুসারে 'গঙ্গা'-শব্দে সপ্তমী হয়েছে। সুতরাং গৌণ-মুখ্য ন্যায় প্রয়োগ করলে ভাষার সাথে ব্যাকরণের নিয়মের অসঙ্গতি ঘটত যা বৈয়াকরণের ইষ্ট বা কাম্য নয়, অনিষ্ট। এই অনিষ্টাপত্তি পরিহারের জন্য উক্ত করণের সূত্রে তমব্-গ্রহণ করে সূত্রকার বোঝাতে চেয়েছেন যে, কারক প্রকরণে তমব্-গ্রহণ ব্যতীত গৌণ-মুখ্য ন্যায় প্রবর্তিত হবে না। ফলে ঔপশ্লেষিক আধারও অধিকরণ কারক হবে।

"সাধকতমং করণম্" সূত্রানুসারে ক্রিয়াসম্পাদনে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক কারক করণকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—রামেণ বাণেন হতো বালী। এখানে হত্যাক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী সহায়ক বলে 'বাণ' করণকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" সূত্রানুসারে 'বাণ' শব্দে তৃতীয়া হয়েছে।

উক্ত সূত্রটি ছাড়া "কর্মণঃ করণসংজ্ঞা সম্প্রদানস্য চ কর্মসংজ্ঞা" বার্তিকানুসারে কোথাও কোথাও (দা-ধাতুর প্রয়োগ না থাকলে) কর্মকারক করণকারকসংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—পশুনা রুদ্রং যজতি। এখানে কর্ম 'পশু' উক্ত বার্তিকানুসারে করণকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। ফলে পশু-শব্দে "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া" সূত্রানুসারে তৃতীয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৭। হেতু ও করণের পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর। "হেতৌ সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টোজি দীক্ষিত হেতু ও করণের পার্থক্য আলোচনা করেছেন। "হেতৌ" সূত্রটির (সূত্র ৫৬৮) আলোচনা দেখ। শেষে যোগ কর ঃ—

'পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ' বাক্যে পুণ্য বলতে যদি অদৃষ্ট না বুঝিয়ে যাগযজ্ঞাদি পবিত্র কর্ম বোঝায়, তবে তার অদৃষ্টরূপ ব্যাপার এবং দর্শনক্রিয়ারূপ বিষয়—এই উভয়ই থাকায় পুণ্য

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

করণকারক রূপে গণ্য হবে। ফলে 'পুণ্যেন' পদে "কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' সূত্রানুসারে করণকারকে তৃতীয়া হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু 'পুণ্য' বলতে এখানে অদৃষ্ট বোঝালে ব্যাপার না থাকায় 'পুণ্য' হেতুরূপে গণ্য হবে এবং তখন 'পুণ্যেন' পদে "হেতৌ" সূত্রানুসারে হেত্বর্থে তৃতীয়া হয়েছে বলতে হবে।

প্রশ্ন ৮। সম্প্রদান সংজ্ঞায় 'কর্ম' মানে কি? সম্প্রদানসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রগুলি উদাহরণ সহ লেখ। X-08-10

উত্তর। সম্প্রদান = সম্প্রদীয়তে অস্মৈ ইতি সম্ + প্র-√দা + ল্যুট্। সুতরাং সম্প্রদান সংজ্ঞাবিধায়ক "কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্" সূত্রে 'কর্ম' কথাটির অর্থ দান ক্রিয়ার কর্ম অর্থাৎ দেয় দ্রব্য।

সম্প্রদানসংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রগুলি উদাহরণ সহ নিম্নে লেখা হল—

(i) "কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্"। উদাহরণ—'বিপ্রায় গাং দদাতি রাজা' বাক্যে 'বিপ্র'।

(ii) "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্" (বার্তিক)। উদাহরণ—'পত্যে শেতে' বাক্যে 'পতি'।

(iii) "রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ"। উদাহরণ—'হরয়ে রোচতে ভক্তিঃ' বাক্যে 'হরি'।

(iv) "শ্লাঘহ্নুঙ্স্থাশপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ"। উদাহরণ—'গোপী স্মরাৎ কৃষ্ণায় শ্লাঘতে' বাক্যে 'কৃষ্ণ'।

(v) "ধারেরুত্তমর্ণঃ"। উদাহরণ—'ভক্তায় মোক্ষং ধারয়তি হরিঃ' বাক্যে 'ভক্ত'।

(vi) "স্পৃহেরীপ্সিতঃ।" উদাহরণ—'পুষ্পায় স্পৃহয়তি বালা' বাক্যে 'পুষ্প'।

(vii) "ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ"। উদাহরণ—'ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি প্রভুঃ' বাক্যে 'ভৃত্য'।

(viii) "রাধীক্ষ্যোর্যস্য বিপ্রশ্নঃ"। উদাহরণ—'কৃষ্ণায় রাধ্যতি গর্গঃ' বাক্যে 'কৃষ্ণ'।

(ix) "প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্বস্য কর্তা।" উদাহরণ—'রাজা বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি' বাক্যে 'বিপ্র'।

(x) "অনুপ্রতিগৃণশ্চ"। উদাহরণ—'হোত্রে অনুগৃণাতি অধ্বর্যুঃ' বাক্যে 'হোতা'।

(xi) "পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্"। উদাহরণ—'শতায় (শতেন বা) পরিক্রীতঃ পটঃ' বাক্যে 'শত'।

"চতুর্থী সম্প্রদানে" সূত্রানুসারে সম্প্রদান কারকের বাচক শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়। সেই কারণে উপরের উদাহরণগুলিতে সম্প্রদান কারকের বাচক 'বিপ্র' প্রভৃতি শব্দগুলির উত্তর চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ৯। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপাদান কারক হয়? 2008-10

উত্তর। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে অপাদান কারক হয় ঃ—

(i) "ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্" সূত্রানুসারে বিশ্লেষের (বিচ্ছেদের) ব্যাপারে ধ্রুব (অবধিভূত বা উদাসীন) পদার্থ অপাদান কারক হয়। যথা—'বৃক্ষাৎ পর্ণং পাততি' বাক্যে 'বৃক্ষ'। "অপাদানে পঞ্চমী' সূত্রানুসারে অপাদান কারকের বাচক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

(ii) "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ" সূত্রানুসারে ভয়ার্থক ও ত্রাণার্থক ধাতুর প্রয়োগে ভয়ের হেতু অপাদান কারক হয়। যথা—'চৌরাৎ বিভেতি ধনিকঃ' বাক্যে 'চোর'।

(iii) "পরাজেরসোঢ়ঃ" সূত্রানুসারে পরা-পূর্বক জি-ধাতুর প্রয়োগে অসহ্য বিষয় অপাদান কারক হয়। যথা—'অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে দুষ্টঃ' বাক্যে 'অধ্যয়ন'।

(iv) "বারণার্থানামীপ্সিতঃ" সূত্রানুসারে বারণার্থক ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত পদার্থ অপাদান কারক হয়। উদাহরণ—'যবেভ্যো গাং বারয়তি কর্ষকঃ' বাক্যে 'যব'।

(v) "অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি" সূত্রানুসারে ব্যবধান থাকলে কর্তা যৎকর্তৃক নিজের অদর্শন ইচ্ছা করে সে অপাদান কারক হয়। যথা—'মাতুঃ নিলীয়তে কৃষ্ণঃ' বাক্যে 'মাতা'।

(vi) "আখ্যাতোপযোগে" সূত্রানুসারে উপযোগ (নিয়ম করে বিদ্যা শিক্ষা) বোঝালে আখ্যাতা (শিক্ষক) অপাদান কারক হয়। যথা—'উপাধ্যায়াৎ অধীতে ছাত্রঃ' বাক্যে 'উপাধ্যায়'।

(vii) "জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ" সূত্রানুসারে 'জন্'-ধাতুর কর্তার (জায়মানের) প্রকৃতি (উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ) অপাদান কারক হয়। যথা—'ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' বাক্যে 'ব্রহ্মা'।

(viii) "ভুবঃ প্রভবঃ" সূত্রানুসারে 'ভূ'-ধাতুর কর্তার প্রভব (প্রথম প্রকাশের স্থল) অপাদান কারক হয়। উদাহরণ—'হিমালয়াৎ গঙ্গা প্রভবতি' বাক্যে 'হিমালয়'।

প্রশ্ন ১০। 'আধার'-শব্দটি ব্যাখ্যা কর। সূত্রটি লেখ। আধার কয় প্রকার ও কি কি?

উত্তর। আধ্রিয়তে অস্মিন্ ইতি আ-√ধৃ + ঘঞ্ = আধার। অর্থাৎ কোন পদার্থ (পদের অর্থ) যাতে ধৃত হয়, তাকে আধার বলা হয়।

আধারবিষয়ক মূল সূত্রটি হল "আধারোঽধিকরণম্"। অধিকরণ একটি কারক বলে তা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ('ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্')। সুতরাং এখানে আধার বলতে ক্রিয়ার আধার বুঝতে হবে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার আধার হয় কর্তা বা কর্ম। সুতরাং উক্ত সূত্রে আধার বলতে কর্তা বা কর্মের আধারকেই তাদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ক্রিয়ার আধাররূপে গণ্য করতে হবে।

"সপ্তম্যধিকরণে চ" সূত্রানুসারে অধিকরণ কারকের বাচক শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়।

আধার তিন প্রকার—ঔপশ্লেষিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক। উপশ্লেষ মানে সংযোগাদি সম্বন্ধ। এরূপ সম্বন্ধের মাধ্যমে যা আধার হয়, তাকে ঔপশ্লেষিক আধার বলে। যেমন—'কটে আস্তে কলসঃ' বাক্যে কর্তা কলসের আধার 'কট' (কাঁকাল) কর্তার মাধ্যমে 'আস্তে' (আছে) ক্রিয়ার আধার এবং এখানে কলসের সাথে কটের সংযোগ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সুতরাং এখানে 'কট' হল ঔপশ্লেষিক আধার। বিষয়তা সম্বন্ধে কর্তা বা কর্মের মাধ্যমে যা ক্রিয়ার আধার হয়, তাকে বৈষয়িক আধার বলা হয়। যথা—'মোক্ষে ইচ্ছা অস্তি তাপসস্য'। এখানে 'অস্তি' (আছে) ক্রিয়ার কর্তা 'ইচ্ছা'র মাধ্যমে 'অস্তি' ক্রিয়ার আধার 'মোক্ষ' হল ইচ্ছার বিষয়। তাই 'মোক্ষ' এখানে বৈষয়িক আধার। কোন পদার্থ যে আধারের সর্বাংশ ব্যাপ্ত করে থাকে, সেই আধারকে অভিব্যাপক আধার বলে। যথা—'সর্বস্মিন্ আত্মা অস্তি'। এখানে কর্তা আত্মার মাধ্যমে 'সর্ব' 'অস্তি' (আছে) ক্রিয়ার আধার হয়েছে এবং আত্মা আধার 'সর্ব'কে ব্যাপ্ত করে থাকে। সুতরাং 'সর্ব' এখানে অভিব্যাপক আধার।

অনেকে অবশ্য সামীপ্যিক আধার নামে চতুর্থ এক শ্রেণীর আধারের কথা বলেন। যেমন—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বাক্যে 'গঙ্গা'। কারণ 'ঘোষ' (গোয়ালপাড়া) গঙ্গার সমীপে অবস্থিত। কিন্তু অন্যদের মতে একে ঔপশ্লেষিক আধারের অন্তর্গত করা যায়। সুতরাং 'সামীপ্যিক আধার' নামে পৃথক শ্রেণীর কোন আধার স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

প্রশ্ন ১১। ব্যাপ্তি ও অপবর্গের পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর। কোন দ্রব্য, গুণ বা ক্রিয়া কোন সময়ের পরিমাণ বা পথের পরিমাণের সঙ্গে নিরন্তর অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নরূপে সংযুক্ত থাকলে অর্থাৎ উক্ত পরিমাণকে ব্যাপ্ত করে থাকলে ব্যাপ্তি ঘটে। এতে ফলপ্রাপ্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু 'অপবর্গ' কথাটির অর্থ ফলপ্রাপ্তি। উক্ত ব্যাপ্তির সাথে ফলপ্রাপ্তিও বোঝালে তবে হয় অপবর্গ।

দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া—এই তিনেরই ব্যাপ্তি ঘটতে পারে। কিন্তু কেবল ক্রিয়ারই ফলপ্রাপ্তি ঘটতে পারে বলে অপবর্গের ক্ষেত্রে একমাত্র ক্রিয়াই বিচার্য।

ব্যাপ্তি বোঝালে "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে" সূত্রানুসারে কালের বা পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—মাসং গুড়ধানাঃ। এখানে গুড়ধানা (গুড় ও যবের ছাতুর মণ্ডা) রূপ দ্রব্যের ব্যাপ্তির সময়ের পরিমাণবাচক 'মাস'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে। এরূপ 'ক্রোশং ব্যাকরণমধীতে' বাক্যে অধ্যয়ন ক্রিয়ার ব্যাপ্তির পথের পরিমাণবাচক 'ক্রোশ'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে। কিন্তু অপবর্গ বোঝালে "অপবর্গে তৃতীয়া" সূত্রানুসারে কালের বা পথের পরিমাণবাচক শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—মাসেন অনুবাকো২ধীতঃ। এখানে একমাস ধরে অনুবাকের অধ্যয়ন ক্রিয়ার সাথে তার ফলপ্রাপ্তি (শিক্ষা) বোঝাচ্ছে বলে কালের পরিমাণবাচক 'মাস'-শব্দে তৃতীয়া হয়েছে। অনুরূপে 'ক্রোশেন অনুবাকো২ধীতঃ' বাক্যে পথের পরিমাণবাচক 'ক্রোশ'-শব্দে অপবর্গে তৃতীয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ১২। "জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ" ও "ভুবঃ প্রভবঃ"—সূত্র দুটির পার্থক্য লেখ।

উত্তর। "জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ" সূত্রটির অর্থ—জন্-ধাতুর কর্তার অর্থাৎ জায়মানের প্রকৃতি (অর্থাৎ উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ) অপাদানকারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। এখানে 'জন্'-ধাতুর কর্তা প্রজার নিমিত্ত কারণ ব্রহ্মা (অথবা উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম) অপাদান কারক হয়েছে। [ফলে "অপাদানে পঞ্চমী" সূত্রানুসারে 'ব্রহ্মন্'-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।]

"ভুবঃ প্রভবঃ"-সূত্রটির অর্থ—ভূ-ধাতুর কর্তার প্রভব অর্থাৎ প্রথম প্রকাশের স্থল অপাদান কারক সংজ্ঞা লাভ করে। যেমন—হিমালয়াৎ গঙ্গা প্রভবতি। এখানে ভূ-ধাতুর কর্তা গঙ্গার প্রথম প্রকাশের স্থল হিমালয় অপাদান কারক সংজ্ঞা লাভ করেছে। [ফলে 'হিমালয়'-শব্দে পঞ্চমী হয়েছে।]

সুতরাং অপাদানকারকসংজ্ঞা-বিধায়ক আলোচ্য সূত্র দুটির পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ—

(ক) প্রথম সূত্রের ক্ষেত্রে 'জন্'-ধাতুর প্রয়োগ থাকা চাই ; কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে থাকা চাই 'ভূ'-ধাতুর প্রয়োগ।

(খ) প্রথম সূত্রানুসারে অপাদান কারক হয় জন্-ধাতুর কর্তার প্রকৃতি (উপাদান ও নিমিত্ত কারণ) ; কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রানুসারে অপাদান কারক হয় 'ভূ'-ধাতুর কর্তার প্রভব (প্রথম প্রকাশের স্থল)।

প্রশ্ন ১৩। ব্যাখ্যা কর—"ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্"।

উত্তর। সূত্র (৫৮৬) দেখ।

প্রশ্ন ১৪। ব্যাখ্যা কর—"উভসর্বতসোঃ কার্য্য.....ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে।।"

উত্তর। সূত্র (৫৪৪) এর পরে বার্তিককারিকার আলোচনা লিখে তারপর যোগ কর ঃ—

উক্ত কারিকায় 'অন্যত্রাপি দৃশ্যতে' কথাটি সম্বন্ধে বার্তিককার আচার্য কাত্যায়ন আবার "অভিতঃ-পরিতঃ-সময়া-নিকষা-হা-প্রতি-যোগেঽপি" বার্তিকটি দ্বারা অভিতঃ, পরিতঃ, সময়া, নিকষা, হা এবং প্রতি—এই পদগুলির যোগে দ্বিতীয়ার বিধান দিয়েছেন। যেমন—স রাজানম্ অভিতঃ বর্ততে। এখানে 'অভিতঃ' পদের যোগে 'রাজন্'-শব্দে দ্বিতীয়া হয়েছে। তাছাড়া উক্ত কথাটি দ্বারা 'ঋতে'-পদের যোগেও দ্বিতীয়ার ব্যবহার সিদ্ধ করা হয়। যেমন—"তম্ ঋতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে"। এখানে 'তম্' পদে 'ঋতে'-যোগে দ্বিতীয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ১৫। ষষ্ঠী নিষেধের সূত্র আলোচনা কর।

উত্তর। ষষ্ঠী বিভক্তির নিষেধের সূত্রটি হল—"ন লোকাব্যয়.....ত্তুণাম্"। এরপর সূত্রটির আলোচনা লেখ। তারপর "অকেনোর্ভ-বিষ্যদাধমর্ণ্যয়োঃ" সূত্রটি ও তার অর্থ ও উদাহরণ দাও।

Scanned by CamScanner